গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
খাদ্য মন্ত্রণালয়
(সংস্থা প্রশাসন শাখা)
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.mofood.gov.bd

নং-১৩.০০.০০০০.০২২.৩৩.০২০.০৩-৭৩

তারিখ: ২৯ মাঘ, ১৪২৪ ব.
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রি.

বিষয়: অভিযোগ থেকে অব্যাহতি প্রদান।

সূত্র: ১. মন্ত্রণালয়ের প্রজ্ঞাপন নং- ১৩.০০.০০০০.০২২.৩৩.০২০.০৩-৩৭০ তারিখ: ০৬.০৭.২০১৭
২. খাদ্য অধিদপ্তরের স্মারক নং: ১৩.০১.০০০০.০৩৩.২৭.০৮১.১৭-৬৯৮ তারিখ: ৩০.০৭.২০১৭খ্রি.

উপর্যুক্ত বিষয়ের পরিপ্রেক্ষিতে নির্দেশিত হয়ে জানান যাচ্ছে যে, জনাব মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুমিল্লা, বর্তমানে-জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কিশোরগঞ্জ (সাময়িক বরখাস্ত) কে কুমিল্লা জেলায় কর্মরত থাকাকালীন সময়ে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ১১ অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের ১নং সূত্রের প্রজ্ঞাপনের ভিত্তিতে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে ২নং স্মারকে খাদ্য অধিদপ্তর হতে উক্ত কর্মকর্তার বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত সম্পাদনান্তে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি ৩(এ)(বি)(ডি) মোতাবেক বিভাগীয় মামলা রুজুর লক্ষ্যে খসড়া অভিযোগনামা ও অভিযোগ বিবরণী প্রেরণ করা হয়। অত:পর উক্ত অভিযোগনামা, অভিযোগ বিবরণী, প্রাথমিক তদন্ত প্রতিবেদনসহ সকল তথ্য-উপাত্ত, নথি ও সংযুক্তিসমূহ পর্যালোচনান্তে সচিব মহোদয় ও মাননীয় মন্ত্রী, খাদ্য মন্ত্রণালয় কর্তৃক যৌথভাবে নিম্নরূপ নির্দেশনাসহ নথি নিষ্পত্তি করা হয়:

"জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের পরিদর্শনে দুর্বলতা ছাড়া আর্থিক অনিয়ম এবং আত্মসাতের ঘটনার সাথে সম্পৃক্ততা নেই। এমনকি কোন ইনভয়েসে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকদের স্বাক্ষরের বিধান নেই। অধিকন্তু আত্মসাতের সাথে সম্পৃক্ত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব এ কে এম মহিউদ্দিন তার দায় স্বীকার করে টাকা ফেরত দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন এবং বর্তমানে তাঁর বিরুদ্ধে ফৌজদারী মামলা বিচারাধীন রয়েছে। কাজেই জনাব মোহাম্মদ মামুনুর রশীদ এর আত্মসাতের সম্পৃক্ততা পাওয়া যায় নি। তাই সার্বিক বিবেচনায় তার সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার পূর্বক তাঁর পূর্ব কর্মস্থলে বহাল রাখা যায়। তবে দুর্বল প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও পরিদর্শনের জন্য তাঁকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করে এ অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করে বিষয়টি নিষ্পত্তি করা হলো।"

২। তাই জনাব মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ, প্রাক্তন জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুমিল্লা, বর্তমানে-জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কিশোরগঞ্জ-কে উল্লিখিত অভিযোগ হতে অব্যাহতি প্রদান করত: সাময়িক বরখাস্ত আদেশ প্রত্যাহার করা হলো। উল্লেখ্য, তাঁর সাময়িক বরখাস্তকালকে সরকারি কর্মচারী (শৃংখলা ও আপিল) বিধিমালা ১৯৮৫ এর বিধি-১৩(২) ও বিএসআর ৭২(ক) (পার্ট-১) অনুযায়ী গণ্য করা হবে। একই সঙ্গে উক্ত কর্মকর্তাকে জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কিশোরগঞ্জে পদায়ন বহাল রাখা হল এবং তাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করা হলো।

৩। এতে যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদন রয়েছে।

১১.০২.১৮

(মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোন: ৯৫৪০১১২
sasestabadmin@mofood.gov.bd

মহাপরিচালক
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।

নং-১৩.০০.০০০০.০২২.৩৩.০২০.০৩-৭৩/১(৭)

তারিখ: ২৯ মাঘ, ১৪২৪ ব.
১১ ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ খ্রি.

অনুলিপি: অবগতির জন্য।
১। **অতিরিক্ত মহাপরিচালক, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা।**
২। **মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয়** (মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৩। সচিবের একান্ত সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
৪। আঞ্চলিক খাদ্য নিয়ন্ত্রক, ঢাকা।
৫। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, খাদ্য ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়, খাদ্য ভবন, ঢাকা।
৬। জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কুমিল্লা/কিশোরগঞ্জ।
৭। জেলা হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, কিশোরগঞ্জ।
৮। প্রোগ্রামার, খাদ্য মন্ত্রণালয় (মন্ত্রণালয়ের ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৯। জনাব মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ, জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক, কিশোরগঞ্জ।

১১.০২.১৮

(মোহাম্মদ হেলাল উদ্দিন)
সিনিয়র সহকারী সচিব

E/Saroar Mir/022.33.020.03